বিদেশী সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬

(১৯৪৬-এর ৩১ নং আইন)

[১লা জানুয়ারি, ১৯৮৯ পর্যন্ত যথা—বিদ্যমান]

বিদেশী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে কতিপয় ক্ষমতা প্রদানার্থ আইন।

[২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৬]

যেহেতু বিদেশীদের ভারতে প্রবেশ, তাঁহাদের তথায় অবস্থিতি এবং তাঁহাদের তথা হইতে প্রস্থান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কতিপয় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা সঙ্গত ;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

১। (১) এই আইন বিদেশী সম্পর্কিত আইন, ১৯৪৬ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

২। এই আইনে,— সংজ্ঞার্থসমূহ।

(ক) "বিদেশী" বলিতে ভারতের নাগরিক নহেন এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে ;

(খ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ দ্বারা বিহিত বুঝাইবে ;

(গ) "বিনির্দিষ্ট" বলিতে কোন বিহিত প্রাধিকারীর নির্দেশ অনুসারে বিনির্দিষ্ট বুঝাইবে।

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ দ্বারা সাধারণভাবে অথবা সকল বিদেশী সম্পর্কে অথবা কোনও বিশেষ বিদেশী বা কোন বিনির্দিষ্ট শ্রেণীর বা ধরনের বিদেশী সম্পর্কে, বিদেশীদের ভারতে প্রবেশ অথবা তাঁহাদের তথা হইতে প্রস্থান অথবা তাঁহাদের তথায় অবস্থিতি বা অবিচ্ছিন্ন অবস্থিতি নিষিদ্ধকরণের, প্রনিয়ন্ত্রণের অথবা সংকোচনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশসমূহে এরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে যে, ঐ বিদেশী—

(ক) ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না অথবা যেরূপ বিহিত হইবে কেবলমাত্র সেরূপ সময়ে এবং সেরূপ

পথে এবং সেরূপ বন্দর বা স্থান হইতে এবং পৌঁছাইলে পর সেরূপ শর্ত পালন সাপেক্ষে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবেন ;

(খ) ভারত হইতে প্রস্থান করিতে পারিবেন না অথবা যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে এবং সেরূপ পথে এবং সেরূপ বন্দর বা স্থান হইতে এবং প্রস্থান কালে সেরূপ শর্ত পালন সাপেক্ষে প্রস্থান করিতে পারিবেন ;

(গ) ভারতে অথবা উহার কোন বিহিত এলাকায় অবস্থান করিতে পারিবেন না ;

(গগ) যদি তাঁহাকে এই ধারা অনুসারে আদেশ দ্বারা ভারতে অবস্থান না করিবার জন্য অনুজ্ঞাত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীয় আয়ত্তাধীন কোন সংস্থান হইতে তাঁহার ভারত হইতে অপসারণের এবং ঐরূপ অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার তথায় ভরণপোষণের খরচ মিটাইবেন ;

(ঘ) যেরূপ বিহিত হইবে ভারতের সেরূপ এলাকায় অপসরণ করিবেন এবং তথায় অবস্থান করিবেন ;

(ঙ) (i) তাঁহাকে কোন বিশেষ স্থানে বসবাস করিতে অনুজ্ঞাত করিয়া ;

(ii) তাঁহার গতিবিধির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করিয়া ;

(iii) তাঁহাকে, যেরূপ বিহিত বা বিনির্দিষ্ট হইবে, স্বীয় পরিচয়ের সেরূপ প্রমাণ দাখিল করিতে এবং সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট সেরূপ বিশদ বিবরণ, সেরূপ প্রণালীতে এবং সেরূপ সময়ে ও স্থানে পেশ করিতে অনুজ্ঞাত করিয়া ;

(iv) তাঁহাকে তাঁহার ফটোগ্রাফ এবং টিপ সহি লইতে দিতে এবং তাঁহার হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষরের নমুনা যেরূপ বিহিত বা বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট এবং সেরূপ সময়ে ও স্থানে দাখিল করিতে অনুজ্ঞাত করিয়া ;

(v) তাঁহাকে যেরূপ বিহিত বা বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ

প্রাধিকারী কর্তৃক সেরূপ সময়ে ও স্থানে সেরূপ ডাক্তারী পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে অনুজ্ঞাত করিয়া ;

(vi) তাঁহাকে কোন বিহিত বা বিনির্দিষ্ট প্রকারের ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করিয়া ;

(vii) তাহাকে কোন বিহিত বা বিনির্দিষ্ট প্রকৃতির কার্যকলাপে যুক্ত হইতে নিষেধ করিয়া ;

(viii) তাঁহাকে বিহিত বা বিনির্দিষ্ট দ্রব্যসমূহ ব্যবহার করিতে বা অধিকারে রাখিতে নিষেধ করিয়া ;

(ix) যেরূপ বিহিত বা বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ কোন বিষয়ে তাঁহার আচরণ অন্যথা প্রনিয়ন্ত্রিত করিয়া ;

যে যে শর্ত বিহিত বা বিনির্দিষ্ট হইবে সেই সেই শর্ত মানিয়া চলিবেন ;

(চ) যেকোন অথবা সকল বিহিত বা বিনির্দিষ্ট বাধানিষেধ বা শর্ত যথাযথ পালনের জন্য অথবা ঐগুলি বলবৎকরণের একটি বিকল্প হিসাবে জামিনদার সহ বা ব্যতীতই মুচলেকা সম্পাদন করিবেন ;

(ছ) গ্রেপ্তার হইবেন ও তাঁহাকে আটক বা অবরুদ্ধ করা যাইবে ;

এবং যাহা বিহিত করিতে হইবে অথবা বিহিত হইবে এরূপ কোন বিষয়ের জন্য এবং এই আইনকে কার্যকর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতে যেরূপ বিষয়সমূহ সঙ্গত বা আবশ্যক হয় সেরূপ আনুষঙ্গিক ও অনুপূরক বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে।

(৩) এতৎপক্ষে বিহিত যেকোন প্রাধিকারী যেকোন বিশেষ বিদেশী সম্পর্কে (২) উপধারার (ঙ) প্রকরণ বা (চ) প্রকরণ অনুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

কতিপয় ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ দেশসমূহের নাগরিক এবং অপরাপর ব্যক্তিকে এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা।

৩ক। (১) কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে এই আইনের অথবা তদধীনে প্রদত্ত কোন আদেশের সকল বা কোন বিধান—

(ক) ঐরূপে বিনির্দিষ্ট কমনওয়েল্থ দেশের নাগরিকগণের, অথবা

(খ) অপর কোন একজন বিদেশী অথবা কোন শ্রেণী বা প্রকারের বিদেশীর

প্রতি বা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না, অথবা আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে কেবল সেরূপ পরিস্থিতিতে অথবা সেরূপ ব্যতিক্রম বা সংপরিবর্তনসমূহ সহ অথবা সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে।

(২) এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আদেশ প্রদত্ত হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব উহার একটি প্রতিলিপি সংসদের উভয় সদনের সভায় উপস্থাপিত হইবে।

অন্তরীণ ব্যক্তিগণ।

৪। (১) যে বিদেশী (অতঃপর অন্তরীণ ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত) সম্পর্কে, তাঁহাকে আটক বা অবরুদ্ধ করা হউক এরূপ নির্দেশিত করিয়া, ৩ ধারার (২) উপধারার (ছ) প্রকরণ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ বলবৎ রহিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করিয়া দিবেন সেরূপ স্থানে ও প্রণালীতে এবং ভরণপোষণ, শৃঙ্খলারক্ষা ও অপরাধের ও শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি সম্বন্ধে সেরূপ শর্তসমূহ সাপেক্ষে তাঁহাকে আটক বা অবরুদ্ধ করা হইবে।

(২) যে বিদেশী (অতঃপর বচনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত) সম্পর্কে অবেক্ষণাধীন বিদেশীদের বসবাসের জন্য পৃথকভাবে রক্ষিত স্থানে বসবাস করিতে অনুজ্ঞাত করিয়া, ৩ ধারার (২) উপধারার (ঙ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন আদেশ বলবৎ রহিয়াছে, তিনি ঐ স্থানে বসবাসকালে, কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত করিয়া দিবেন, ভরণপোষণ, শৃঙ্খলারক্ষা ও অপরাধের এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি সম্বন্ধে সেরূপ শর্তসমূহের অধীন থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তিই—

(ক) জ্ঞাতসারে, কোন অন্তরীণ ব্যক্তিকে অথবা বচনে মুক্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে অভিরক্ষা অথবা তাঁহার বসবাসের জন্য পৃথকভাবে রক্ষিত স্থান হইতে পলায়নে সহায়তা করিবেন না অথবা জ্ঞাতসারে কোন পলাতক অন্তরীণ ব্যক্তি বা বচনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবেন না, অথবা

(খ) কোন পলাতক অন্তরীণ ব্যক্তিকে বা বচনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ অন্তরীণ ব্যক্তির বা বচনে মুক্তিপ্রাপ্ত

ব্যক্তির গ্রেপ্তার নিবারণ করিবার, তাহাতে বাধা দিবার অথবা হস্তক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে কোনরূপ সহায়তা প্রদান করিবেন না।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার, আদেশ দ্বারা, ভারতের যে যে স্থানে অন্তরীণ ব্যক্তি অথবা বচনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে আটক বা, স্থলবিশেষে, বাধানিষেধের অধীনে রাখা হয় সেই সেই স্থানে অভিগমন ও ব্যক্তিগণের আচরণ প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার এবং ঐরূপ স্থানসমূহের বাহির হইতে ঐ সকল স্থানে অন্তরীণ অথবা বচনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকটে বা তাহাদের জন্য যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ দ্রব্যসমূহের প্রেরণ বা পরিবহণ নিষিদ্ধ বা প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৫। (১) এই আইন যে তারিখে বলবৎ হইয়াছিল সেই তারিখে যে বিদেশী ভারতে ছিলেন, তিনি ঐ তারিখের পর ভারতে থাকাকালে কোনও উদ্দেশ্যেই, উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তিনি সাধারণতঃ যে নামে পরিচিত ছিলেন তদ্ভিন্ন কোনও নাম গ্রহণ বা ব্যবহার করিবেন না অথবা গ্রহণ বা ব্যবহার তাৎপর্যিত করিবেন না। নাম পরিবর্তন।

(২) এই আইন যে তারিখে বলবৎ হইয়াছিল সেই তারিখের পর কোন বিদেশী (একাই হউন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির সহিতই হউন) কোন ব্যবসায় বা কারবার, যে নামে বা অভিধায় ঐ ব্যবসায় বা কারবার উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে চালানো হইতেছিল তদ্ভিন্ন, অন্য কোন নামে বা অভিধায় চালান বা চালনা তাৎপর্যিত করেন, সেই ব্যক্তি, (১) উপধারার উদ্দেশ্যে, উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তিনি সাধারণতঃ যে নামে পরিচিত ছিলেন তদ্ভিন্ন অন্য নাম ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) যে বিদেশী এই আইন যে তারিখে বলবৎ হইয়াছিল সেই তারিখে ভারতে না থাকিয়া তৎপরে ভারতে প্রবেশ করেন তাঁহার সম্বন্ধে (১) এবং (২) উপধারার এইভাবে কার্যকারিতা থাকিবে যেন ঐ উপধারাসমূহে এই আইন যে তারিখে বলবৎ হইয়াছিল সেই তারিখের উল্লেখের স্থলে তৎপরে যে তারিখে তিনি প্রথম ভারতে প্রবেশ করেন সেই তারিখের উল্লেখ প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যে—

(ক) "নাম" এই কথাটি পদবীকে অন্তর্ভুক্ত করিবে; এবং

(খ) কোন নামের বানান পরিবর্তিত হইলে নাম পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার কোন কিছুই—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স বা প্রদত্ত কোন অনুমতি অনুসরণক্রমে কোন নাম, অথবা

(খ) কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক কর্তৃক, তাঁহার স্বামীর নাম গ্রহণের বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

জলযান প্রভৃতির পরিচালকের দায়দায়িত্ব।

৬। (১) ভারতের কোন বন্দরে সমুদ্রপথে ঐ বন্দরে আগমনকারী অথবা তথা হইতে গমনকারী যাত্রীগণকে নামাইয়া দেয় বা উঠাইয়া লয় এরূপ জলযানের পরিচালক এবং ভারতের কোন স্থানে, আকাশ পথে ঐ স্থানে আগমনকারী বা তথা হইতে গমনকারী যাত্রিগণকে নামাইয়া দেয় বা উঠাইয়া লয় এরূপ কোন বিমানের চালক, যেরূপ বিহিত হয় সেরূপ ব্যক্তির নিকট এবং সেরূপ প্রণালীতে, যাঁহারা বিদেশী এরূপ যাত্রী অথবা কর্মী সম্বন্ধে বিহিত বিশদ বিবরণ সম্বলিত রিটার্ন পেশ করিবেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কমিশনার অথবা যেস্থলে পুলিশ কমিশনার নাই সেস্থলে পুলিশ অধীক্ষক, এই আইন বা তদনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ বলবৎকরণ উদ্দেশ্যে, ঐরূপ কোন জলযানের পরিচালককে অথবা, স্থলবিশেষে, ঐরূপ কোন বিমানের চালককে, ঐরূপ জলযান বা, স্থলবিশেষে, বিমানের যাত্রী বা কর্মী সম্বন্ধে, যেরূপ বিহিত হয় সেরূপ তথ্য পেশের জন্য অনুজ্ঞাত করিবেন।

(৩) ঐরূপ জলযান বা বিমানের যাত্রী এবং ঐরূপ জলযান বা বিমানের কর্মী ঐ জলযানের পরিচালক অথবা, স্থলবিশেষে, বিমানের চালকের নিকট (১) উপধারায় উল্লিখিত রিটার্ন পেশের উদ্দেশ্যে অথবা (২) উপধারা অনুযায়ী অনুজ্ঞাত তথ্য পেশের জন্য ঐ পরিচালক বা চালক কর্তৃক অনুজ্ঞাত যেকোন তথ্য পেশ করিবেন।

(৪) যদি কোন বিদেশী এই আইনের কোন বিধান অথবা তদনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ লঙ্ঘনক্রমে ভারতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে বিহিত প্রাধিকারী ঐরূপ প্রবেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে, যে জলযানে অথবা যে বিমানে ঐরূপ প্রবেশ সংঘটিত হইয়াছিল সেই জলযানের পরিচালককে অথবা সেই বিমানের চালককে অথবা ঐরূপ জলযানের বা বিমানের মালিককে অথবা মালিকের এজেন্টকে উক্ত প্রাধিকারীর প্রতীতি মত এবং সরকারের ব্যয়ে ভিন্ন অন্যভাবে উক্ত বিদেশীকে ভারত হইতে অপসারণের উদ্দেশ্যে কোন জলযানে বা বিমানে স্থান দিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

(৫) ভারতের কোন বন্দর বা স্থান হইতে ভারতের বাহিরে কোন গন্তব্য স্থানে যাত্রিগণকে বহন করিতে উদ্যত কোন জলযানের পরিচালক বা বিমানের চালক অথবা ঐরূপ কোন জলযানের বা বিমানের মালিক বা মালিকের এজেন্ট, যদি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঐরূপ নির্দেশিত হন, তাহা হইলে এবং তজ্জন্য চলতি হারে অর্থ প্রদান প্রস্তাবিত হইলে ৩ ধারা অনুযায়ী ভারতে না থাকিবার জন্য আদিষ্ট কোন বিদেশীর জন্য এবং তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতেছেন ও তাঁহার উপর নির্ভরশীল এরূপ যদি কেহ থাকেন তাঁহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ বিনির্দিষ্ট করেন সেরূপ, ভারতের বাহিরে যে বন্দরে বা স্থানে ঐ জলযান বা বিমান যাইবে সেই বন্দরে বা স্থানে গমনোদ্যত ঐ জলযানে বা বিমানে স্থান দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্যে—

(ক) "জলযানের পরিচালক" এবং "বিমানের চালক" কথাগুলি ঐ পরিচালক বা, স্থলবিশেষে, ঐ চালক কর্তৃক এই ধারা দ্বারা তদুপরি আরোপিত যেকোন কর্তব্য তৎপক্ষে সম্পাদনের জন্য প্রাধিকৃত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(খ) "যাত্রী" বলিতে প্রকৃত কর্মী নহেন অথচ জলযানে বা বিমানে ভ্রমণ করিতেছেন এরূপ অথবা ভ্রমণেচ্ছু কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

হোটেল-চালক এবং অন্যান্যদের পক্ষে বিশদ বিবরণ প্রদানের দায়দায়িত্ব।

৭। (১) মূল্যের বিনিময়ে বাসের বা শয়নের স্থান দেওয়া হয় এরূপ, সজ্জিতই হউক বা অসজ্জিতই হউক, ভবনের চালকের কর্তব্য হইবে বিহিত ব্যক্তির নিকট এবং বিহিত প্রণালীতে ঐ ভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত বিদেশীগণের বিষয়ে বিহিত তথ্য পেশ করা।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারায় উল্লিখিত তথ্য ঐরূপ ভবনসমূহে আশ্রয়প্রাপ্ত সকল বা যেকোন বিদেশী সম্পর্কিত হইতে পারিবে এবং উহা সময়ে সময়ে অথবা কোন বিনির্দিষ্ট সময়ে বা উপলক্ষে পেশ হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হইতে পারিবে।

(২) ঐরূপ কোন ভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি উহার চালকের নিকট (১) উপধারায় উল্লিখিত তথ্য পেশের উদ্দেশ্যে ঐ চালক কর্তৃক যেরূপ অনুজ্ঞাত হইবে সেরূপ বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি বিবৃতি পেশ করিবেন।

(৩) ঐরূপ প্রত্যেক ভবনের চালক তৎকর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত এবং (২) উপধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের একটি বিবরণী রাখিবেন এবং ঐরূপ বিবরণী যথা-বিহিত প্রণালীতে ও

সময়সীমার জন্য রক্ষিত এবং পরিরক্ষিত হইবে এবং উহা কোন পুলিশ আধিকারিক অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(৪) যদি এতৎপক্ষে বিহিত কোন এলাকায় বিহিত প্রাধিকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানাইবার পক্ষে তাঁহার মতে সর্বাধিক গ্রহণ-যোগ্য প্রণালীতে প্রকাশিত নোটিস দ্বারা এরূপ নির্দেশিত করেন, তাহা হইলে কোন আবাসিক ভবন দখলে বা স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছেন এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হইবে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হয় সেরূপ ব্যক্তির নিকট এবং সেরূপ প্রণালীতে ঐরূপ ভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত বিদেশীগণ সম্পর্কিত সেরূপ তথ্য পেশ করা ; এবং (২) উপধারার বিধানসমূহ ঐরূপ কোন ভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

বিদেশীদের ঘন ঘন যাতায়াতের স্থানসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

৭ক। (১) বিহিত প্রাধিকারী যথা-বিহিত শর্ত সাপেক্ষে রেস্তোরাঁরূপে অথবা সার্বজনিক গমনাগমন বা চিত্তবিনোদনের স্থানরূপে অথবা ক্লাবরূপে ব্যবহৃত এবং যেখানে বিদেশীগণ ঘন ঘন যাতায়াত করেন এরূপ কোন ভবনের মালিক অথবা নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিকে—

(ক) ঐ ভবন, সম্পূর্ণরূপে অথবা বিনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য, বন্ধ করিয়া দিবার, অথবা

(খ) যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে কেবল সেরূপ শর্ত সাপেক্ষে ঐ ভবন ব্যবহার করিবার অথবা উহার ব্যবহারে অনুমতি দিবার, অথবা

(গ) সকল বিদেশী অথবা কোন বিনির্দিষ্ট বিদেশী বা বিদেশী শ্রেণীকে ঐ ভবনে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিবার

নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) যে ব্যক্তিকে (১) উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি সেই নির্দেশ বলবৎ থাকা কালে পূর্বোক্ত যেকোন উদ্দেশ্যে বিহিত প্রাধিকারীর লিখিতভাবে প্রদত্ত পূর্ব-অনুমতি ব্যতীত এবং ঐ প্রাধিকারী যেরূপ শর্তাবলী আরোপ করা উপযুক্ত মনে করেন তাহা অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোনও ভবন ব্যবহার করিবেন না অথবা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিবেন না।

(৩) যে ব্যক্তিকে (১) উপধারা অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যিনি তদ্দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন তিনি ঐরূপ নির্দেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটে আপীল করিতে পারিবেন ; এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে।

৮। (১) যেস্থলে কোন বিদেশী একাধিক দেশের বিধিদ্বারা সেই দেশের রাষ্ট্রিক রূপে স্বীকৃত অথবা যেস্থলে কোন বিদেশীকে কোন্ দেশের রাষ্ট্রিক বলিয়া গণ্য করা যায় তাহা কোন কারণে অনিশ্চিত, সেস্থলে ঐ বিদেশীকে যে দেশের সহিত তিনি তৎকালে স্বার্থ বা সহানুভূতি দ্বারা নিবিড়তমভাবে যুক্ত বলিয়া বিহিত প্রাধিকারীর নিকট প্রতীত হন সেই দেশের রাষ্ট্রিক রূপে অথবা যদি তাঁহার রাষ্ট্রিকতা অনিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, যে দেশের সহিত তিনি সর্বশেষ ঐরূপ যুক্ত ছিলেন সেই দেশের রাষ্ট্রিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে : রাষ্ট্রিকতা নির্ধারণ।

তবে, কোন বিদেশী জন্মসূত্রে কোন রাষ্ট্রিকতা অর্জন করিলে তিনি, কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণভাবে বা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোনরূপ নির্দেশ ভিন্ন, ঐ রাষ্ট্রিকতা বজায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদিনা তিনি উক্ত প্রাধিকারীর সন্তুষ্টি মত প্রমাণ করেন যে তিনি পরবর্তীকালে দেশীয়করণের দ্বারা বা অন্তভাবে অপর কোন রাষ্ট্রিকতা অর্জন করিয়াছেন এবং ঐরূপে যে দেশের রাষ্ট্রিকতা অর্জন করিয়াছেন সেই দেশের সরকার কর্তৃক এখনও সুরক্ষার অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত।

(২) (১) উপধারা মতে প্রদত্ত রাষ্ট্রিকতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং কোন আদালতে এ-সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করা চলিবে না :

তবে, কেন্দ্রীয় সরকার, স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে অথবা সংশ্লিষ্ট বিদেশীর আবেদনক্রমে, ঐরূপ কোন সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণ করিতে পারিবেন।

৯। ৮ ধারার মধ্যে পড়ে না এরূপ কোন ক্ষেত্রে যদি এই আইন অথবা তদনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রসঙ্গে কোন ব্যক্তি বিদেশী কি না অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর বা ধরনের বিদেশী কি না এরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ ব্যক্তি বিদেশী নহেন বা, স্থলবিশেষে, ঐরূপ বিশেষ শ্রেণীর বা ধরনের বিদেশী নহেন, ইহা প্রমাণ করিবার ভার, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এ যা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ঐরূপ ব্যক্তির উপর থাকিবে। প্রমাণের ভার।

১৮৭২-এর ১।

১০। [এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা] বিদেশী সম্পর্কিত বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৫৭ (১৯৫৭-র ১১)-র ৭ ধারা দ্বারা (১৯-১-১৯৫৭ হইতে) নিরসিত।

আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি কার্যকর করিবার ক্ষমতা।

১১। (১) এই আইনের বিধান দ্বারা বা অনুযায়ী অথবা অনুসরণক্রমে, কোন নির্দেশ প্রদানের অথবা অন্য কোন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রাধিকারী, এই আইনে সুস্পষ্ট রূপে বিধায়িত অন্য কোন ব্যবস্থা ছাড়াও, ঐ প্রাধিকারীর অভিমতে, ঐরূপ নির্দেশ পালন সুনিশ্চিত করিবার পক্ষে অথবা, স্থল-বিশেষে, উহার কোনরূপ বিচ্যুতি নিবারণ বা সংশোধন করিবার পক্ষে অথবা অবস্থানুযায়ী ঐরূপ ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগের পক্ষে যেরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা করাইতে এবং সেরূপ বল প্রয়োগ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(২) কোন পুলিশ আধিকারিক, তাঁহার অভিমতে এই আইনের বিধান অনুযায়ী বা অনুসরণক্রমে প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ পালন সুনিশ্চিত করিবার পক্ষে অথবা ঐরূপ আদেশের বা নির্দেশের কোনরূপ বিচ্যুতি নিবারণ বা সংশোধন করিবার পক্ষে যেরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং সেরূপ বল প্রয়োগ করিতে পারিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারা-প্রদত্ত ক্ষমতা দ্বারা উহার প্রয়োগে কার্যরত ব্যক্তিকে যেকোন জমি বা অন্য সম্পত্তিতে অভিগমনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

প্রাধিকার প্রত্যভি-যোজনের ক্ষমতা।

১২। এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন আদেশ দ্বারা কোন নির্দেশ, সম্মতি বা অনুমতি প্রদানের অথবা অন্য কোন কার্য করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকারী, সুস্পষ্টভাবে কোন বিপরীতার্থক বিধান না করা হইলে, স্বীয় অধস্তন কোন প্রাধিকারীকে লিখিত ভাবে শর্তসাপেক্ষে অথবা অন্যথা তাঁহার পক্ষে ঐরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য প্রাধিকৃত করিতে পারিবেন, এবং তাহার পর উক্ত অধস্তন প্রাধিকারীকে প্রাধিকরণে কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকারীরূপে গণ্য করিতে হইবে।

এই আইন প্রভৃতির বিধান লঙ্ঘনের প্রয়াস ইত্যাদি।

১৩। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান বা তদনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস করিলে অথবা লঙ্ঘনে অপসহায়তা করিলে বা করিতে প্রয়াস করিলে অথবা তৎপক্ষে প্রস্তুতিমূলক কোন কার্য করিলে অথবা ঐরূপ কোন আদেশের অনুসরণক্রমে প্রদত্ত কোন নির্দেশ মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যিনি অন্য কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন জানিয়াও বা এরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিকে উক্ত লঙ্ঘন হেতু গ্রেপ্তার, বিচার বা শাস্তি প্রাপ্তি নিবারণের বা তাহাতে বাধা প্রদান বা বিঘ্ন ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কোন সহায়তা প্রদান করেন, তিনি ঐ লঙ্ঘনের অপসহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) কোন বিদেশী ৩ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা ঐ ধারা অনুসরণক্রমে প্রদত্ত কোন নির্দেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন জলযানে অথবা বিমানে ভারতে প্রবেশ করিলে বা ভারত ত্যাগ করিলে সেই জলযানের পরিচালক অথবা, স্থলবিশেষে, সেই বিমানের চালক উক্ত লঙ্ঘন নিবারণ করার জন্য যথাযথ তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছেন প্রমাণ না করিলে, এই আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অথবা তদনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশের, অথবা এই আইনের বা ঐরূপ আদেশের অনুসরণ-ক্রমে প্রদত্ত কোন নির্দেশের বিধান লঙ্ঘন করেন তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবেন এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবেন ; এবং যদি ঐরূপ ব্যক্তি ৩ ধারার (২) উপধারার (চ) প্রকরণের অনুসরণক্রমে কোন মুচলেকা সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মুচলেকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তদ্দারা আবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে উহার খেসারত দিতে হইবে অথবা অপরাধী সাব্যস্তকারী আদালতের সন্তুষ্টিমতে ঐরূপ খেসারত কেন দিতে হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। দণ্ডসমূহ।

১৫। এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত, বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি, অথবা অন্যবিধ বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না। এই আইন অনুযায়ী কার্যরত ব্যক্তিগণের সুরক্ষা।

১৯৩৯-এর ১৬। ১৯২০-র ৩৪।

১৬। এই আইনের বিধান বিদেশী রেজিস্ট্রীকরণ আইন, ১৯৩৯, ভারতীয় পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ এবং উপস্থিত বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানের অতিরিক্ত হইবে এবং ঐগুলির খর্বতা সাধন করিবে না। অন্যান্য বিধির প্রয়োগে বাধা থাকিবে না।

১৭। (নিরসন) নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৩৫)-এর ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা নিরসিত।